ওয়েষ্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম

বার্ষিক সাধারণ সভা - ১৪ ই এপ্রিল ২০০২

সম্পাদক-এর বিবৃতি

প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যাকে আমার নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আজকের সভার কাজ শুরু করছি।

সভার শুরুতেই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই সেই সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের যাঁরা বিগত দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, কমল দেব, নিপু মিত্র, অলোক ভট্টাচার্য ও কেষ্ট মিত্র - একেবারে অসময়েই চলে গেলেন। ফোরামের তরফ থেকে প্রয়াত সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইল।

হাঁটি হাঁটি পা করে আমাদের ফোরাম চার বছর পার করে দিল। সামগ্রিক সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির নিরিখে চার বছর যদিও যথেষ্ট নয় তবুও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফোরাম চলচ্চিত্র জগতে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। গর্বের সাথে বলতে পারি যে দ্বিধাবিভক্ত অভিনেতৃ-সমাজকে আমরা এক ছাদের নীচে আনতে পেরেছি। চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিয়াল শিল্পের মূল সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে তার সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পেরেছি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এক সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছি।

বিগত বছরের কাজের খাতিয়ান করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় উত্তম মঞ্চে ১০ই জুন ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত গুণী শিল্পীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। চলচ্চিত্র জগতের বুনিয়াদকে যে সব শিল্পীরা শক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের সম্মান জানিয়ে আমরা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত তৈরী করেছি। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল ফোরামের নবীন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। শ্রীমতী লোপামুদ্রা মিত্র এবং শ্রী প্রতীক চৌধুরী বিনা পারিশ্রমিকে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যে সমস্ত সমস্যাগুলি অভিনেতৃকুলকে সবচেয়ে বেশী বেশী বিব্রত করছে, এই শিল্পে এক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে সমস্ত অন্যায়, অবিচার তার বিরুদ্ধে আমরা অনেক দিন থেকেই সরব থেকেছি। বহু অনুরোধ, উপরোধ, বহু আলোচনা সত্ত্বেও যখন সমাধান হয়নি তখন বাধ্য হয়েই গত ১৭ই অক্টোবর ২০০১ তারিখে আমরা প্রতীকি কর্মবিরতির আহ্বান জানাই। এতে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিলেন অভিনেতৃ জগত। প্রত্যেককে ফোরামের তরফ থেকে ধন্যবাদ।

বন্ধুগণ আমরা স্বীকার করি যে সমস্যাগুলির সমাধান এখনও হয়নি। পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে কর্ম-সময় নির্ধারণের (সাড়ে আট ঘন্টার অধিক কাজ) প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রে এখন চরম নৈরাজ্য চলছে, স্টুডিওগুলির পরিবেশ অসহনীয়। এর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবে, আমার বিশ্বাস আগামী কর্মসমিতির নেতৃত্বে এবং আপনাদের সহযোগিতায় এই সমস্যাগুলির দ্রুত নিস্পত্তি হবে।

আমি আগেও বহুবার বলেছি আজও বলছি যে, আমাদের এই আর্টিস্টস ফোরাম সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র বিরোধের জন্য নয়। চলচ্চিত্র, টিভি সিরিয়াল জগতে এক সুন্দর বাতাবরণ যাতে তৈরী হয় সেইজন্য। এই বাতাবরণ তৈরীর পথে আমাদের বেশ কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। আমাদের সততা দেখেই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হবে, সাহস পাবে। কিন্তু আমরা কি নিজেদের ব্যাক্তিগত সুবিধাকে সমষ্টিগত স্বার্থের থেকে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি না? খুবই পীড়াদায়ক মনে হয় যখন দেখি কোন একটি প্রযোজনায় খেয়াল-খুশী মত নিয়মিত শিল্পীকে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করে নতুন শিল্পী নিয়োগ করা হয়। কোন নবীন শিল্পী ম্লানমুখে আউটডোর থেকে কোন কাজ না করেই বাতিল অভিনেতার তকমা গায়ে দিয়ে ফিরে আসেন। আমাদের প্রবীন শিল্পীদের কি কোনও দায়িত্ব নেই তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর? যে সমস্ত প্রযোজক এই ধরণের কাজ করে থাকেন, শিল্পীদের পারিশ্রমিক দিতে টালবাহানা করেন, বঞ্চিত করেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হবার সময় এসেছে। এই ধরণের প্রযোজক ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের চিহ্নিত করে Black-listed করতে হবে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন আমাদের আর্টিস্টস্ ফোরামের নিজস্ব মুখপত্র 'বাতায়ন' শ্রদ্ধেয় শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় এবং শ্রী রমেন রায় চৌধুরীর প্রকাশনায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। 'বাতায়ন'এর প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য সহযোগীদের নাম - বাদশা মৈত্র, শান্তনু মিত্র, অর্চনা দাস, রূপশ্রী ও অরুন্ধতী মুখার্জ্জী। - এঁদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।

এক দার্শনিকের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন "বুদ্ধিমান যে ভুল করে না সে নয়- বুদ্ধিমান সে - যে দ্রুত ভুল সংশোধন করতে পারে..." আসুন বন্ধুগণ-আমরা সমালোচনা - আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রিয় আর্টিস্ট্ ফোরাম কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাই।

অভিনন্দনসহ

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

ওয়েষ্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম